ভূষণ স্টিল, মনেট কিনতে আগ্রহী
সিমেন্ট ব্যবসার আইপিও ২০১৯

এই সময়: ইস্পাত ও সিমেন্ট ক্ষেত্রে ব্যবসা সম্প্রসারণের লক্ষে নতুন কারখানা গড়ে তোলার পাশাপাশি অধিগ্রহণের রাস্তাতেও হাঁটছে জেএসডব্লিউ গোষ্ঠী। আর ইস্পাত ক্ষেত্রে অধিগ্রহণে তারা আপাতত পাখির চোখ করেছে ভূষণ স্টিল-কে। একই সঙ্গে মনেট ইস্পাত-কেও তারা লক্ষ্যমাত্রা হিসাবে বেছে নিয়েছে।

বুধবার জেএসডব্লিউ গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান সজ্জন জিন্দালের ছেলে পার্থ জিন্দাল কলকাতায় বলেন, 'ইস্পাত ব্যবসা আমি দেখি না। তবে বাবার থেকে যেটুকু শুনেছি তাতে জেএসডব্লিউ স্টিল ভৌগোলিক কারণে ভূষণ স্টিল অধিগ্রহণে অত্যন্ত আগ্রহী। একই সঙ্গে মনেট ইস্পাত-এর জন্যও আমরা সংশোধিত অফার দিচ্ছি। এসার স্টিলও ভাল। তবে ভূষণ স্টিল অধিগ্রহণ করলে এসার আমরা করব না। কারণ, আমাদের ব্যালান্সশিট তার অনুমোদন দেবে না।' তাঁর ইঙ্গিত আপাতত ভূষণ ও মনেট-কেই অধিগ্রহণের মূল লক্ষ্য করেছে জেএসডব্লিউ স্টিল। এসার স্টিলও তাদের নজরে রয়েছে।

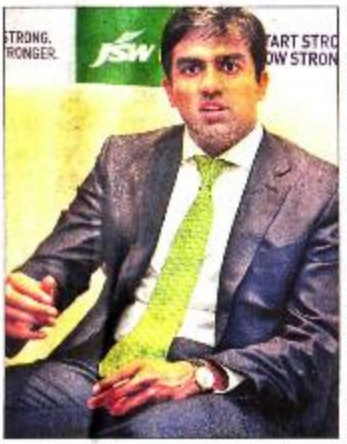

শহরে এক অনুষ্ঠানে জেএসডব্লিউ সিমেন্টের এমডি পার্থ জিন্দাল। বুধবার —শুভ্র রায়

অন্য দিকে, ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের পর বাজারে আইপিও এনে শেয়ারবাজারে জিএসডব্লিউ সিমেন্ট-কে নথিভুক্ত করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। পার্থ জানান, আইপিও-র মাধ্যমে তাঁদের লক্ষ্য ১০ শতাংশ শেয়ার বিক্রি করে ২,৫০০ থেকে ৩,০০০ কোটি টাকা সংগ্রহ করা। বর্তমানে জেএসডব্লিউ সিমেন্ট-এর বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ১ কোটি ২০ লক্ষ টন। সংস্থার লক্ষ্য, ২০২০ ও ২০২৫ সালের মধ্যে তা বাড়িয়ে যথাক্রমে ২ কোটি ও ৫ কোটি টনে নিয়ে যাওয়া। ইতিমধ্যেই শিবা সিমেন্ট-এর ৫৩ শতাংশ অংশীদারিত্ব কিনে নিয়েছে জেএসডব্লিউ সিমেন্ট। সিমেন্ট-এর ক্ষেত্রে কারখানা ও চুনাপাথরের খনি অধিগ্রহণের সুযোগ খুঁজছে তারা। একই সঙ্গে জেএসডব্লিউ পেইন্ট-এর উৎপাদন ক্ষমতা ২০২৫ সালের মধ্যে বছরে ১০ লক্ষ কিলোলিটারে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে বলে পার্থ জানান।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসে ৯ বছর ধরে লোকসানে চলার পর তাদের ইস্পাত কারখানা ঘুরে দাঁড়াচ্ছে বলে জানিয়ে পার্থ বলেন, 'আমরা ওখানে প্লেট মিল আধুনিকীকরণের জন্য ১৫ কোটি মার্কিন ডলার লগ্নি করব। আমেরিকায় ট্রাম্প প্রশাসন ক্ষমতায় আসার পর আমরা ওই কারখানায় নতুন করে ৩ কোটি মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করেছি। কারণ, ব্যবসায়িকভাবে কারখানাটি ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। তাই আমরা ২০১২-তে কারখানাটি বেচে দেওয়ার কথা ভাবলেও এখন তার কোনও সম্ভাবনাই নেই। বরং, আধুনিকীকরণ সম্পূর্ণ হয়ে গেলে আমরা বিশ্বের প্রথম সারির ইস্পাত সংস্থাগুলির সঙ্গে রীতিমতো পাল্লা দিতে পারব বলে আশা করছি।'